দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 JAN 2018
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

মাদ্রাসা শিক্ষাকে কর্মমুখী ও বিজ্ঞানসম্মত করার তাগিদ

দারিদ্র্য ও ধর্মীয় অনুভূতির কারণে বাড়ছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার অভাবে হচ্ছে না যথাযথ কর্মসংস্থান, দরকার কারিগরি শিক্ষা চালু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ নয়, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করার তাগিদ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত। তিনি বলেছেন, দারিদ্র্য ও ধর্মীয় অনুভূতির কারণে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে প্রতি তিনজন ছাত্রের একজন মাদ্রাসা ছাত্র। আর মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি কওমি মাদ্রাসার। যারা সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নেই। তিনি আরও বলেন, মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ বেকার। ফলে তাদের জঙ্গি বানানো সহজ হয়। তাই মাদ্রাসা শিক্ষাকে কর্মমুখী ও বিজ্ঞানসম্মত করতে হবে। নইলে দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি প্রভাবিত হবে।

গতকাল শনিবার 'বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বনাম শিক্ষা বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। এএলআরডি'র চেয়ারপার্সন খুশী কবিরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় গবেষণা প্রতিবেদন ও বইয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত। প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. শফিক উজ জামান, ড. মেজবাহ কামাল, অধ্যাপক এম এম আকাশ এবং সাবেক তথ্য কমিশনার ড. গোলাম রহমান। সূচনা বক্তব্য দেন এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা। সভায় 'বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি' একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

ড. গোলাম রহমান বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে তাতে তাদের বাদ দিয়ে চিন্তা করার সুযোগ নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ হলেও ধর্মীয় ও আর্থিক অসক্ষমতার কারণে তারা মাদ্রাসামুখী হচ্ছে। বিষয়টি সমাধানে সরকারকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। ড. গোলাম রহমান বলেন, আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান কমে গেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। নইলে সমাজের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হবে না।

ড. শফিক উজ জামান বলেন, সমাজে বৈষম্যের কারণেই মাদ্রাসা বিস্তার লাভ করছে। অনেকেই দারিদ্র্যের কারণে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় না গিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে। ড. শফিক বলেন, এক সময় মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক শিক্ষার আলোকবর্তিকা ছিল। তখন মাদ্রাসা থেকে অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি বেরিয়ে এসেছেন। সমাজে অবদান রেখেছেন। কিন্তু এখন শিক্ষা ব্যবস্থার কারণেই তারা পিছিয়ে পড়ছে। এটা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের দোষ নয়, দোষ সমস্যা সমাজ ব্যবস্থায়।

ড. মেজবাহ কামাল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন উচ্চতর মাদ্রাসায় পরিণত হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে মাদ্রাসার ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি সুযোগ পাচ্ছে। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ ছাত্র মাদ্রাসার। এসব ছাত্রের ইংরেজির জ্ঞান খুব খারাপ। ফলে উচ্চ শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে।

এম এম আকাশ বলেন, অর্থনীতি উন্নয়নের যে লক্ষ্য সরকারের রয়েছে তার জন্য শিক্ষা খাতের উন্নয়ন দরকার। আর এ উন্নয়ন বাজেটের আড়াই শতাংশ ব্যয় দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। জিডিপির অন্তত ৪ থেকে ৫ শতাংশ ব্যয় হতে হবে শিক্ষা খাতে। আর মাদ্রাসা শিক্ষার তুলনায় সাধারণ শিক্ষার প্রসার বাড়াতে হলে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা সবার জন্য ফ্রি করে দিতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষায় কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করারও পরামর্শ দেন এম এম আকাশ।

খুশী কবির সভাপতির বক্তব্যে বলেন, মাদ্রাসা সমস্যা নয়, সমস্যা হলো মাদ্রাসা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় মাদ্রাসায় ভর্তি ও অনুদানের জন্য সামাজিক চাপও দেওয়া হয়। এ বিষয়গুলো সমাধান করা দরকার।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং ....
তারিখ ....
স্বাক্ষর